দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় পরিণত করুন

গত সোমবার ঢাকার আগারগাঁওয়ের বিআইডিএস মিলনায়তনে 'কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন' নিয়া এক প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা আমাদের কারিগরি শিক্ষাকে একঘরে করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন। এই একঘরে করিয়া রাখার কারণে কারিগরি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভোগেন হীনমন্যতায়। কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের স্বার্থে কারিগরি শিক্ষাকে এখন মূলধারায় পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ইহার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন দরকার। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করা হইলেও বিষয়টি এখনো অবহেলিত ও উপেক্ষিত। দেশে একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। শিক্ষার্থীরা কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করিয়া উচ্চতর ডিগ্রি নিতেছে। কিন্তু নিশ্চিত হইতেছে না তাহাদের কর্মসংস্থান। তাই কারিগরি শিক্ষার বিকাশ এবং সেই শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মমুখী খাতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশ এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ। এই অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমরা এইক্ষেত্রে সবচাইতে সুবিধাজনক স্থানে রহিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৫-৫৯) মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি। তাই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (জনমিতি মুনাফা) বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন অতিক্রম করিতেছে একটি সুবর্ণ সময়। এখন আমরা এই সুযোগ ও সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নত দেশে পরিণত হইতে পারি। কিন্তু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের প্রকৃত শিক্ষা ও কাজ দিতে না পারিলে সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা সর্বাধিক। বলা হইতেছে যে, চার বৎসর ধরিয়া পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থান স্থবির হইয়া আছে। বর্তমানে কর্মরত আছে এমন জনসংখ্যা হইল পাঁচ কোটি ৮০ লক্ষ। তন্মধ্যে হকার, ফেরিওয়ালা, গৃহকর্মী, গাড়িচালক ও সহযোগী, নির্মাণশ্রমিকের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হইল পাঁচ কোটি সাত লক্ষ। আর আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন ৭৩ লক্ষ মানুষ। আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার বাড়াইতে হইলে কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনিবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পর্যায়ক্রমে এই হার বাড়ানোকে আমরা সমর্থন করি। সেই সাথে কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিও আবশ্যক। নিত্য নূতন প্রযুক্তি যোগ হইবার কারণে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন নূতন সাবজেক্ট বা বিষয় যেমন অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, তেমনি দরকার সিলেবাসের নিয়মিত সংস্কার ও শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ। বাড়ানো প্রয়োজন এই সংক্রান্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইবার পাশাপাশি শিক্ষার্থী অনুপাতে ল্যাবরেটরি সম্প্রসারণ ও আবশ্যকীয় উপকরণাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এমনকি থাইল্যান্ডের উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আশার কথা হইল, সরকার ১০০টি উপজেলায় একটি করিয়া কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণে এক হাজার ৪০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে। এভাবে প্রতিটি উপজেলায় এই ধরনের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিদ্যমান সাধারণ স্কুল-কলেজকেই কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। আর কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য।